বঙ্গীয় মৃৎশিল্প, সমাজ ও সংস্কৃতি (খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-দ্বাদশ শতক): একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে পি এইচ ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সারাংশ

গবেষক

সায়নী রায়

রেজিস্ট্রেশন নং - AOOHI1100619

রেজিস্ট্রেশন তারিখ - 21.08.2019

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. চন্দ্রানী ব্যানার্জী মুখার্জী

সহযোগী অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৫

বঙ্গীয় মৃৎশিল্প, সমাজ ও সংস্কৃতি (খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-দ্বাদশ শতক): একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

পোড়ামাটি বা টেরাকোটা শিল্প মানব সৃজনশীলতার একটি প্রাচীন মাধ্যম, যা নন্দনতত্ত্বের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রতিফলন। আলোচ্য গবেষণাটি আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পের প্রসার, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ও সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়াস। মূলত আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলিকে এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অধুনা বাংলাদেশ এর মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতী। ভারত এর পশ্চিমবঙ্গের জগজ্জীবনপুর, বিহার এর অ্যান্টিচক এবং ত্রিপুরার পিলাক। এসকল কেন্দ্রে বিবিধ বৌদ্ধ বিহার বা ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের অলংকরণের অংশ রূপে পোড়ামাটি ফলকের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় আলোচ্য সময়কালে, যা বর্তমান গবেষণা পত্রের প্রধান আলোচ্য পরিসর। মোটামুটিভাবে প্রায় সকল কেন্দ্রেই বিবিধ ধর্মীয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু সম্পন্ন অসংখ্য ফলকের উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলগুলিতে।

বর্তমানের গবেষণা আদতে প্রথাগত শিল্পও ইতিহাস নয় বরং বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়াস। কেননা, যেকোনো শিল্প অবয়বের বিশেষত্বই হল তা সম্পৃক্ত আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সাক্ষ্যরূপে কাজ করে। ফলত সংশ্লিষ্ট সমাজ সংস্কৃতি ও মানব ইতিহাস ব্যতিরেকে কোনও শিল্প ইতিহাস চর্চা যথার্থ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনা। কিন্তু বাংলার মৃৎশিল্পচর্চায় এজাতীয় প্রেক্ষিত অদ্যাবধি প্রায় অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে বলা চলে, যার পুরোদস্তর অন্বেষণ প্রয়োজন। ফলত এই সংক্রান্ত বিবিধ প্রেক্ষিতের অনুসন্ধান এর প্রয়াস গৃহীত হয়েছে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে।

অদ্যাবধি আলোচনায় বর্তমান গবেষণা পরিসর, গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রাসঙ্গিক বিবিধ রচনাবলীর সমীক্ষা, অস্পর্শিত গবেষণা পরিসর ও সেক্ষেত্রে অনুসন্ধানের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে গবেষণা পত্রটিতে। এক্ষেত্রে গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় উপস্থাপিত মৃৎশিল্পের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস

বিশ্লেষণ কতখানি সম্ভব? সেক্ষেত্রে উপস্থাপিত এই শিল্পের নিরিখে তার সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায়? এই প্রেক্ষিত থেকে আরও একাধিক আনুসাঙ্গিক প্রশ্নের উপস্থাপন করা হয়েছে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে যথা-

- আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় সমগ্র পর্ব জুড়ে ভিন্ন ধাঁচের একাধিক বিষয়বস্তু সম্পন্ন টেরাকোটা অবয়বের বিকাশ ঘটেছে, উপস্থাপিত এসকল বিষয়াদির সামাজিক এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ কতখানি সম্ভব?
- এই শিল্পের সামাজিক ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ তথা এই শিল্প নির্মাণকারী বা মৃৎশিল্পীদের সমাজ ইতিহাস সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায়?
- আলোচ্য পর্বে বৃহৎ পরিসরে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির অঙ্গ রূপে বিকশিত মৃৎভাস্কর্যের পশ্চাতে নিহিত অনুদান বা পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র কিরূপ ছিল?
- উপস্থাপিত এই মৃৎ ভাস্কর্যের অবলোকনকারী সমাজ তথা সাধারণ মানুষের সমাজ ইতিহাস সম্পর্কে কতখানি বিশ্লেষণ সম্ভব? এই শিল্প বিকাশে ও চরিত্র গঠনে তাঁদের ভূমিকার ক্ষেত্রটিকে কতখানি নির্মাণ করা যায়?
- সমকালীন সমাজে এই মৃৎশিল্প কি সামাজিক মর্যাদার স্তরে উন্নীত হতে পেরেছিল?

উপরিল্লিখিত এজাতীয় বিবিধ প্রশ্নের উত্থাপন করা হয়েছে আলোচ্য গবেষণা পত্রে। এগুলি আলোচনার স্বার্থে সমগ্র বিষয়টিকে মূলত ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

১. প্রথম অধ্যায়ঃ প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পঃ ঐতিহাসিক প্রসার ও বিবর্তন - এই অধ্যায়ে সমগ্র প্রাচীন বাংলার নিরিখে বাংলার মৃৎশিল্পের ক্রমবিকাশ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলার মৃৎশিল্পঃ ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং নির্বাচিত প্রত্নকেন্দ্রসমূহ – এই অধ্যায়ে বাংলার সমকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্থ সামাজিক পরিসর কীভাবে মৃৎশিল্প এর প্রসার ও তার চারিত্রিক বিন্যাশকে প্রভাবিত করেছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩. তৃতীয় অধ্যায়ঃ বঙ্গীয় মৃৎশিল্পঃ বর্ণনা ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ- বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত মৃৎফলকের বৈচিত্র্য, বিষয়বস্তু, নির্মাণের সম্ভাব্য উদ্দেশ্য তথা তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. **চতুর্থ অধ্যায়ঃ মৃৎশিল্প, সমাজ ও ইতিহাসঃ একটি পর্যালোচনা** - এই শিল্প সমকালীন আর্থসামাজিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে কতখানি ধারণা প্রদানে সক্ষম? একাধারে এর পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র, শিল্পের নির্মাতা বা শিল্পীদের সামাজিক অবস্থান এবং অবলোকনকারী সমাজ সম্পর্কে কতখানি ধারণা করা যায়? সার্বিক রূপে এই শিল্পের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পাওয়া সম্ভব? এজাতীয় একাধিক প্রশ্ন কিন্তু বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনায় উঠে আসে যা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শেষে বলা যায় গবেষণা পত্রটি বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাসকে আলোচনার কেন্দ্রে রেখেছে। মৃৎশিল্পকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করে তার পশ্চাতে নিহিত বৃহত্তর সমাজকে অনুধাবনের প্রয়াস করা হয়েছে। তবে প্রাপ্ত তথ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে এটি প্রশ্নমুখী এবং বিশ্লেষণাত্মক। কিছু বিষয় সম্পর্কে অনুমান করা গেলেও কিছু বিষয়ের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রদান করা যথেষ্টই সংশয়াত্মক। কিন্তু তা সত্ত্বেও উক্ত বিবিধ প্রেক্ষিতের আলোচনা বা প্রশ্ন উত্থাপন বর্তমান পরিসরে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচ্য শিল্পের মাধ্যমে বাংলার সমাজে মৃৎশিল্পের অবস্থান এবং গুরুত্ব পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরা হয়েছে।